দৈনিক ইনকিলাব 24

তারিখ ... OCT 19 1999 ...
পৃঃ ৪ কলাম ৭

তিন বছরে দলীয় প্রতিষ্ঠানের রূপ দেয়া হয়েছে

কেমন চলছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন

গিয়াস উদ্দীন রিমন : বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের নগ্ন দলীয়করণের থাবায় সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতিতে মেধার পরিবর্তে দলীয় বিবেচনাই প্রাধান্য পাচ্ছে। অফিসার-কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতিতেও একই অবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজগুলো বরাদ্দেও একই চিত্র। আর ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণ ও হলে অবস্থান যেন প্রশাসনের সমর্থনপুষ্ট সরকারী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের সম্পদের মালিকানার মত। প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগ শাসনামলে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরীর ৩ বছরে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয়েছে একটি দলীয় প্রতিষ্ঠানে। আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ছাড়া কারও যেন ক্যাম্পাসে অবস্থান বা কথা বলার অধিকার নেই। আর এই দলীয় পরিবেশ নিশ্চিত করতে ক্যাম্পাসে পুলিশী রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। এর মাধ্যমে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে করে প্রশাসনের অনিয়ম, দুর্নীতি, দলীয়করণের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ গড়ে উঠতে না পারে। তেমনি সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে যেন কোন জোরদার প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে না ওঠে। সেই লক্ষ্য নিয়ে ভিসি আজাদ চৌধুরীর প্রশাসন এগিয়ে যাচ্ছে।

গত ১৩ ও ১৪ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশে ছাত্র ধর্মঘট ছিল। বাম ছাত্র সংগঠনসমূহ ও গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য ১৩ অক্টোবর ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল পরদিন ছাত্র ধর্মঘট আহবান করে। ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য এই ধর্মঘট আহবান করা হয়। কিন্তু ধর্মঘট আহবানের পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্র আন্দোলনের এই প্রচলিত কর্মসূচীকে বানচাল করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। কর্তৃপক্ষ ধর্মঘট ঠেকাতে নানামুখী কৌশলের আশ্রয় নেয়। তারা ধর্মঘটের মধ্যেই পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়। ধর্মঘট চলাকালে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের রেওয়াজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। কিন্তু এবার কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা নেয়ার ঘোষণা দিয়ে কার্যত তা বাস্তবায়নের জন্য ছাত্রলীগ কর্মীদের মোতায়েন করে। তারাও পরীক্ষা হবে বলে ঘোষণা দেয়। পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ক্যাম্পাসে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা কর্তৃপক্ষের আহবানে সাড়া দেয়নি। কলা ভবনে ১৮টি বিভাগের মধ্যে মাত্র ২টি বিভাগে হাতেগোনা কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষা নেয়া হয়। ধর্মঘট চলাকালে পুলিশ ধর্মঘটী ছাত্রদের উপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী আহত হয়।

পুলিশ বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করতে তাদের উপর টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি জোনায়েদ সাকীকে পুলিশ টানা-হেঁচড়া ও মারধর করে। পরদিন ছাত্রদল আহূত ধর্মঘট ঠেকাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ছাত্রলীগ আরও মরিয়া হয়ে ওঠে। শত শত পুলিশ মোতায়েন করা হয় ক্যাম্পাসে। সকালে ছাত্রদল কর্মীরা মধুর ক্যান্টিনে গেলে ছাত্রলীগ কর্মীরা তাদের ধাওয়া দিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়। পরে ছাত্রদল কর্মীরা আবার সংগঠিত হয়ে কলা ভবন এলাকায় ফিরে এলে ছাত্রলীগ কর্মীরা তাদের উপর গুলী বর্ষণ করে। এতে কয়েকজন ছাত্রীসহ ১০ জন আহত হয়। পুলিশ ও ছাত্রলীগ কর্মীরা ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। ভিন্ন মতাবলম্বী একজন ছাত্রকেও ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেয়া হয়নি। এরই মধ্যে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের নাটক করে কর্তৃপক্ষ। দলীয় পরিচয়ে শিক্ষক হওয়া সাবেক ছাত্রলীগ নেতা জামাল উদ্দীন ও সেলিম মাহমুদ পরীক্ষা দেয়া নিয়ে ছাত্রদের উপর আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। তারা প্রশ্ন নিয়ে কলা ভবনে ঘুরে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের হুমকি দেয়। এমন লজ্জাকর ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতীতে কখনও ঘটেনি।